খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২১শে নভেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

পৃথিবীর মানুষের কর্মের যা অবস্থা আর খোদা থেকে যেভাবে তারা দূরে সরে যাচ্ছে শুধু দূরেই যাচ্ছে না বরং অন্যায় করছে। তাই সকল বিপদাপদ বা দুর্যোগকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দায়ী হবে। আল্লাহতা'লা করুনা প্রদর্শন করুন, আহমদীদের দোয়া করার তৌফিক দিন। আমাদেরকে আমাদের কর্মের সংশোধনের তিনি তৌফিক দিন।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি ও রচনা-বলী থেকে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তিনি দোয়া গৃহীত হওয়া, দোয়া কবুল হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি ঘটনা রয়েছে আর নিদর্শনা-বলীর কথাও উল্লেখ করেছেন। আর ঐশী সাহায্য এবং সমর্থনের কথাও প্রকাশ করেছেন এবং নসিহত করেছেন যে, আল্লাহ্তা'লা এ যুগের আমাকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং এই প্রত্যাদিষ্টের কথায় কর্ণপাত কর, এতেই কল্যাণ নিহিত। ঐশী তকদীরের অন্তর্গত একটি বিষয় এ জামাতের উন্নতি আর তাকে মানার মাঝেই মানব জাতির জীবনের নিশ্চয়তা নিহিত, অস্তিত্বের নিশ্চয়তা নিহিত। এক জায়গায় নবাব আলী মোহাম্মদ খান, যিনি লুধিয়ানার রঈস ছিলেন। তার পত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একবার আলী মোহাম্মদ খান সাহেব মরহুম আমার কাছে পত্র লিখেছেন যে, আমার জীবন জীবিকার কিছু উপায় বা পথ বন্ধ হয়েগেছে। দোয়া করেন যেন তা খুলে যায়। বাণিজ্যিক, ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, আমি যখন দোয় করেছি, আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, 'খুলে যাবে'। তিনি বলেন, আমি পত্র মারফত তাকে অবহিত করি, দু'চার দিনের মাঝে তার পথ খুলে যায়। আমার প্রতি তার গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তার অনুরাগ এবং ভালোবাসা দৃঢ়তা লাভ করে মসীহ্ মাওউদের প্রতি। এরপর নিজের কিছু গোপন বা গুপ্ত বিষয় সংক্রান্ত একটি পত্র আমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যে মুহূর্তে পত্র পোস্ট অফিস ডাক বাক্সে ফেলেছেন সেই মুহূর্তে ইলহাম হয়েছে যে, এ বিষয় সম্বলিত পত্র তার পক্ষ থেকে আসতে যাচ্ছে। আমি অনতি বিলম্বে তার উদ্দেশ্যে চিঠি লিখি যে, আপনি এ বিষয় সম্বলিত পত্র প্রেরণ করবেন, দ্বিতীয় দিন সেই পত্র আমার কাছে পৌঁছে যায়। আমার চিঠি যখন তার হস্তগত হয় তিনি হতভম্ব হয়ে যান যে, অদৃশ্যের এ সংবাদ তিনি কীভাবে অবগত হলেন, আমার এ গুপ্ত বিষয়ের সংবাদ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানত না এবং তার বিশ্বাস, ভালোবাসা ও অনুরাগ এতটা বেড়ে যায় যে, ভালোবাসা এবং অনুরাগে তিনি বিলীন হয়ে যায়। ওজির সৈয়দ হাসান সাহেবের সাথে যখন সাক্ষাৎ হয়। ওজির সাহেব এবং নবাব সাহেবের আলাপচারিতার সময় আমার এই অলৌকিক নিদর্শনাবলীর কিছু আলোচনা হয় তখন নবাব সাহেব মরহুম একটি ছোট পুস্তিকা তার পকেট থেকে বের করে ওজির সাহেবের সামনে উপস্থাপন করেন, বলেন যে, আমার ঈমান এবং ভালোবাসার কারণ হল এই দুটি ভবিষ্যদ্বাণী যা এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিছুকাল পর তার ইন্তেকালের একদিন পূর্বে যখন আমি তাকে দেখার জন্য তার বাসগৃহে যাই লুধিয়ানায়। তিনি ভিতরে নিজ কক্ষে চলে যান। সেই ছোট পুস্তিকা নিয়ে আসেন বলেন যে, এটিকে আমি তাবিজ হিসেবে রেখেছি আমার কাছে। আর এটি দেখে আমি প্রশান্তি বোধ করি। আর সেই পৃষ্ঠা বের করে আমাকে দেখান যেখানে উভয় ভবিষ্যদ্বাণী লেখা ছিল। এরপর অন্যত্র তিনি বলেন, কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব ব্যবসায়ী বা তাজের মাদ্রাজের অধিবাসি। প্রথম শ্রেণীর নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন কাদিয়ানে এসেছেন। তার ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তিনি দোয়ার অনুরোধ করেন তখন ইলহাম হয় যা নিম্নে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ আল্লাহতা'লা সর্বশক্তিমান তিনি অবিন্যাস্ত কাজ বিন্যাস্ত করতে পারেন আবার বিন্যস্ত কাজ অবিন্যস্ত করতে পারেন। ইলহামের অর্থ ছিলো আল্লাহতালা তার অগোছালো কাজকে গুছিয়ে আনবেন। কিছুকাল পরে সেই বিন্যস্ত কাজ আবার অগোছালো হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে এই ভবিষ্যদ্বাণী কাদিয়ানেই শেঠ সাহেবকে শুনানো হয়েছে স্বল্পকাল পরে আল্লহতা'লা তার ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেন আর তার কাজ বহাল অবস্থায় ফিরে আসে সাচ্ছন্দ ফিরে আসে অদৃশ্য থেকে এমন উপকরণ সৃষ্টি হয় যাতে তার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর কিছু দিন পর সেই সাজানো ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়।

অন্যত্র মসীহ মাওউদ (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেন -দীর্ঘ দিন ধরে দুটি রোগের কারণে আমি ভুগে আসছি একটি হলো প্রচন্ড মাথা ব্যাথা যার কারণে আমি মারাত্মক ব্যাকুল হয়ে যেতাম, ভয়াবহ বিপত্তি দেখা দিত। এ রোগ দীর্ঘ পঁচিশ বছর

আমার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এর সাথে মাথা ঘুরা দেখা দেয়। চিকিৎসকরা বলেছে এই রোগের শেষ পরিণতি হয়ে থাকে মৃগি। মৃগিতে আক্রান্ত হয় আমার বড় ভাই মীর্যা গোলাম কাদের দুই মাস যাবৎ এই রোগে ভুগছিলেন অবশেষে মৃগিতে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত এটিই ছিলো তার মৃত্যুর কারণ। তাই আমি আল্লাহতা'লার কাছে দোয়া করতে থাকি আল্লাহতা'লা যেন আমাকে এই সব রোগ থেকে নিরাপদ রাখেন। একবার দিব্যদর্শনে আমাকে দেখানো হয়েছে কালো রংয়ের একটি বিপদজনক প্রাণি, চতুষ্পদ জন্তু যার উচ্চতা ভেড়া সদৃশ, দীর্ঘ লোমধারী হাতের পান্জা ছিলো অনেক বড় আমার উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছিল তখন এই ধারণা সঞ্চার করা হয় যে, এটি মৃগি আমি ডান হাত দিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করি এখান থেকে প্রস্থান কর আমার সাথে তোর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহতা'লা ভালো জানেন তখন থেকে এই ভয়াবহ রোগ এবং ভয়াবহ ব্যাথা দূর হতে থাকে। তখনো মাথা ঘুরা দেখা দিত যেন দুটি হলুদ চাদর সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হতে কোন সমস্যা না দেখা দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সম্পর্কিত একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহলো তিনি দুটি হলুদ চাদর পরিহিত থাকবেন। দুটি হলুদ চাদর এর অর্থ হলো দুটি রোগ। প্রথমটি হলো মাথা ঘুরা আর দ্বিতিয়টি হলো বহুমুত্র রোগ বা ডায়াবেটিস বিশ বছর ধরে যাতে আমি আক্রান্ত। এই নিদর্শনের কথা পূর্বেই এসেছে। একদিন আমি চিন্তা করলাম ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ি এর শেষ পরিণতির একটি হলো চোখের রোগ আর দ্বীতিয়টি হলো মারাত্মক বিশ ফোড়া বা ক্যান্সার। তখনি চোখের রোগ সম্পর্কে ইলহাম হয় **'নাযালাতির রাহমাতু আলা সালাসিল আইনে ওয়া আলা উখরাইন'**। তিনটি অঙ্গের উপর রহমত বর্ষণ করা হয়েছে চোখ এবং আরো দুটি অঙ্গ। এরপর যখন আমার মাথায় কারবাঙ্কল কথা আসলো তখন ইলহাম হলো **'আস্সালামু আলাইকুম'**। একটি দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়েছে এখন আমি এই রোগ থেকে মুক্ত।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের অসুস্থতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, যা গত খুৎবায়ও এসছিল মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর প্রেক্ষাপটে। তার মৃত্যুতে মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) গভীর ভাবে ব্যথিত হন তার বড় পদমর্যাদা ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার অসুস্থতাকালে সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। এই সংক্রান্ত একটি ইলহামের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন গত বছর অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর আমাদের এক বন্ধু অর্থাৎ মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইহধাম ত্যাগ করেছেন আমি তার জন্য অনেক দোয়া করেছি কিন্তু তার সম্পর্কে একটিও সন্তোষজনক ইলহাম অবতীর্ন হয়নি বার বার এই ইলহাম হয় **'কাফন আবৃত করা হয়েছে ৪৭ বছর বয়স'**। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। **'ইন্নাল মানায়া লা তাতিশু সিহামুহা'** অর্থাৎ মৃত্যুর তীর ব্যর্থ হয়না। এর পরও যখন দোয়া অব্যাহত রাখি তখন ইলহাম হয় **'ইয়া আইয়্যুহান্নাসুবুদু রাব্বাকুমুল্লাযি খালাকাকুম তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া'** অর্থাৎ হে মানব মন্ডলি তোমারা তার ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাকেই কার্যনির্বাহক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বিশ্বাস করো তোমরা কি পার্থিব বিষয়াদিকে প্রাধান্য দাও। এতে এ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন সত্তাকে এতবেশী প্রাধান্য দেওয়া যে তিনি মারা গেলে চরম ক্ষতি হতে পারে এটি একটি শির্ক। কারো জীবিত থাকার উপর এতটা জোর দেওয়া এক ধরনের পূজা করার নামান্তর। এরপর আমি নীরব হয়ে যাই এবং নিশ্চিত হয়ে যাই তার মৃত্যু আবশ্যম্ভাবি। তিনি ১৯০৫ সালের ১১ ই অক্টোবর রোজ বুধবার দুপুরে এই ইহধাম ত্যাগ করে চলে যান। যে ব্যাথা তার জন্যে আমার হৃদয়ে সেই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল মহান আল্লাহ তার অবমূল্যায়ন করেননি। তিনি এই ব্যার্থতাকে আরেকটি সফলতার মাধ্যমে তদারকি করতে চেয়েছিলেন এর জন্য নিদর্শন হিসেবে তিনি শেঠ আব্দুর রহমান সাহেবকে বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহতা'লা আব্দুল করীমকে কেড়ে নিয়েছিলেন আমাদের কাছ থেকে পক্ষান্তরে আব্দুর রহমানকে দিয়েছেন। একি ব্যাধিতে তিনিও আক্রান্ত হন কিন্তু এ অধমের দোয়ায় তিনি ভালো হয়ে যান **ফালহামদুলিল্লাহ আলা যালিক**। আমার শত শত বার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আল্লাহতা'লা এত দয়ালু এবং কৃপালু যে কোন প্রজ্ঞার অধীনে যদি দোয়া কবুল না করেন তাহলে অন্য দোয়া কবুল করেন তো দোয়ার যে দর্শন তাও এখানে বোঝা গেল। অনেকে বলে যে, আমার দোয়াা গৃহীত হয়নি অনেক সময় নবীদের দোয়াও ঐশী তক্বদীরের অধীনে কবুল হয়না বা গৃহীত হয়না কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহতা'লা অন্য দোয়া কবুল করেন। এরপর নিজের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ কুরআনী ভবিষ্যদ্বানীগুলো থেকে একটি পেশ করেছেন যা বাহনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মোটর ট্রান্সপোর্টের সাথে সম্পর্ক রাখে, সে সম্পর্কে তিনি বলছেন,একটি নতুন বাহন আবিস্কৃত হওয়া মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের বিশেষ আবির্ভাব সংক্রান্ত বিশেষ নিদর্শন যেভাবে কুরআনে আছে **"ওয়া ইযাল ইশারু উত্তেলাত"** অর্থাৎ শেষ যুগ যখন উট পরিত্যক্ত হবে। একি ভাবে মুসলিম শরীফের হাদিসে আছে **"ওয়া লা ইউতরাকুন্নাল কিলাসু ফালা ইউসআ আলাইহা"** অর্থাৎ সে যুগে উট পরিত্যক্ত হবে, কেউ উটের পিঠে বসে সফর করবে না। হজ্বের দিনে মক্কা থেকে মদীনার দিকে উটের পিঠে বসে সফর করা হয়। সে দিন সন্নিকটে যখন সফরের জন্য রেল প্রস্তুত হবে। সে সফরের ক্ষেত্রে তখন এটি সত্য প্রমাণিত হবে যে **"লা ইউতরাকুন্নাল কিলাসু**

ফালা ইউসআ আলাইহা" । এর পর হুজুর আনওয়ার (আইঃ) আব্দুল্লাহ আথম সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন ।

এরপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআনের কল্যাণরাজী মানবীয় শক্তির ঊর্ধে এবং মান্যকারীদের নিদর্শন দেখিয়ে নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানে ধন্য করে । অর্থাৎ কুরআন সেই তত্ত্বজ্ঞানে মানুষকে ধন্য করে আর এর কল্যাণে নিদর্শনাবলী প্রকাশ পায় । বিস্ময়কর সব নিদর্শন প্রকাশ পায় । এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন যে, আমি এ সকল কুরআনী কল্যাণরাজীকে কাহিনী স্বরূপ বর্ণনা করছি না । কুরআনের যে কল্যাণরাজী তা শুধু অতীতের কাহিনী নয় বরং আমি সেই সকল নিদর্শনাবলী বা মোজেযা উপস্থাপন করি যা আমাকে দেখানো হয়েছে । সেই সমস্ত মোজেযা এক লক্ষের মতো হবে বরং লক্ষাধিক হতে পারে । আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেছেন, যে ব্যাক্তি আমার এই কুরআনের অনুসরণ করবে শুধু এই কিতাবের নিদর্শনাবলীর ওপর ঈমান আনবে না বরং তাকেও মোজেযা বা নিদর্শন দেয়া হবে । আমি স্বয়ং আল্লাহ্তা'লার এই কিতাবের প্রভাবে মোজেযা পেয়েছি যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে । যা সম্পূর্ণভাবে খোদার কুদরতে হয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে ভূমিকম্প এসেছে, যেই প্লেগ পৃথিবীকে ধ্বংস করছে, সে যুগে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদুর্ভাব ছিল । তা এই সকল নিদর্শনাবলীরই অংশ যা আমাকে দেখানো হয়েছে । এই সকল বিপদাপদের কোন নাম গন্ধ প্রকাশের পূর্বেই, পঁচিশ বছর পূর্বেই বারাহীনে আহমদীয়ায় এই সকল দুর্যোগের সংবাদ ভবিষ্যদ্বণী আকারে ছাপিয়ে দিয়েছে যে, এই সমস্ত বিপদাপদ দেখা দেবে এবং তা এসে গেছে । আর এখানেই শেষ নয় বরং যে সমস্ত বিপদাপদ মাথা চাড়া দিবে তা এই সকল বিপদাপদ থেকে, দুর্যোগ থেকে অনেক বেশী আর কিছু নতুন মহামারিও দেখা দিবে যা এ দেশে কখনও দেখা যায়নি যা ভীতিপ্রদ এবং ভয়াবহ । আর এক মারাত্মক ও ভয়াবহ প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হবে যা এই দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা দিবে । বড় ভয়ের কারণ । নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া এখনও বন্ধ হয় নি । এবং এটি গভীর উদ্বেগের কারন হবে । তিনি বলছেন যে, এক ভয়াবহ ধরনের প্লেগ এ দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা দিবে এবং গভীর দুশ্চিন্তার কারন হবে । এ বছর বা আগামী বছর গুলোতে এক ভূমিকম্পও আসতে যাচ্ছে যা আকস্মিক ভাবে আঘাত হানবে এবং ভয়াবহ হবে । পৃথিবীর মানুষের কর্মের যা অবস্থা আর খোদা থেকে যেভাবে তারা দূরে সরে যাচ্ছে শুধু দূরেই যাচ্ছে না বরং অন্যায় করছে । তাই সকল বিপদাপদ বা দুর্যোগকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য দায়ী হবে । আল্লাহতা'লা করুনা প্রদর্শন করুন, আহমদীদের দোয়া করার তৌফিক দিন । আমাদেরকে আমাদের কর্মের সংশোধনের তিনি তৌফিক দিন । বিশেষ করে মুসলমান দেশসমূহে একই অবস্থা বিরাজ করছে । মুসলমান বিশ্বের অবস্থাও এমন যা আল্লাহ থেকে দূরে সরে পরছে । তিনি যেভাবে বলেছেন, তিনি বলছেন যে, সটিক পথে আস তাকে শুধু পরিহাসই করা হবেনা, হাসি ঠাট্টাই করা হবেনা বরং বলা হবে যে ,সে উৎকণ্ঠা ছড়াচ্ছে, মানুষকে উৎকণ্ঠিত করছে বা দুশ্চিন্তার মুখে ঠেলে দিচ্ছে ।

আল্লাহতা'লা এখন নতুনভাবে এই শক্তিগুলোকে জীবিত করার ইচ্ছা করেছেন । সেই খোদা যিনি সবসময়ই **'ইউহ্ইল আরদা বা'দা মাওতিহা'** অর্থাৎ পৃথিবীকে যিনি মৃত্যুর পর জীবিত করে আসছেন । এখন এটিই তাহার অভিপ্রায় । আর এর জন্য অনেক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে । একদিকে তিনি মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্টকে পাঠিয়েছেন যিনি নমনীয় এবং কোমল ভাষায় মানুষকে ডাকবেন আর হেদায়াত দিবেন বা সঠিক পথের দিশা দিবেন । তার আগমনের কথা বলছেন তিনি । অপর দিকে জ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি এবং মানুষের বিবেক বুদ্ধি এর ফলে প্রখর হচ্ছে । জ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে । বিবেক বুদ্ধি কাজ করছে । তিনি বলছেন সত্য স্পষ্ট করার জন্য স্বর্গীয় নিদশন প্রকাশ করছেন । তার যুগে বহুত নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে । তুফান, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ সবই তার যুগের নিদর্শন । ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে, শাস্তিমূলক নিদর্শনও রয়েছে যেগুলোর একটি হলো প্লেগের নিদর্শন । এখন যেই প্লেগের ভয়াবহ বিস্তার করছে অতিতের কোন প্রজন্ম তা দেখেনি । অনেক মানুষই এ নিদর্শনাবলী থেকে লাভবান হচ্ছে । পড়ালেখা এবং শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব, মানুষের বিবেক বুদ্ধির প্রখরতার কারণে শিক্ষাকে বুঝে মসীহ মাওদের দাবী বুঝে এবং তা গ্রহণ করে । আর পৃথিবীর সকল অন্চলে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে, সকল দেশে এমন মানুষ রয়েছে যারা, হাজার হাজার বরং এখন লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় তারা জামাতভুক্ত হচ্ছে । আরেক জায়গায় তিনি বলেন, স্মরণ রেখো যে সকল নিদর্শনাবলীর নজির যা আমার হাতে প্রকাশিত হচ্ছে বা হয়েছে তা অবস্থা এবং ব্যবস্থার দিক থেকে আদৌ উপস্থাপন করতে পারবে না । সন্ধান করতে করতে মারা গেলেও । বরং খোদার ব্যবহারিক সাক্ষ্য অর্থাৎ নিদর্শনাবলী এখন এমন একটি বিষয় যার মাত্রা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রতিদিন এটি আমরা দেখি । আজকাল পৃথিবীর যে মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে, জামাতের বাণী এবং শিক্ষার প্রতি যে কর্ণপাত করছে । এগুলো নিদর্শনাবলির একটি । প্রচার মাধ্যমে সুবাদে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে । কোন কোন বাহানায় এদিকে মানুষ মনোযোগ দিচ্ছে । তাই প্রত্যেক বিবেকবানের জন্য প্রতিদিন নিদর্শন প্রকাশ পায় এবং পাচ্ছে । অন্যত্র হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলছেন যে এ কথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে আল্লাহ্তা'লা এই জামাতকে প্রমাণশূণ্য

ছেড়ে দিবেন না। তিনি নিজেই বলেন যা বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লেখ আছে যে পৃথিবীতে এক সতর্ককারী এসেছে পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন । যারা স্বীকার করেছে এবং যারা অস্বীকারে প্রবৃত্ত তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনা অবধারিত। তারা এ কথাও ভাবল না যদি মানুষের সূচিত কাজ হত এটি তাহলে কবে ধ্বংস হয়ে যেত কেননা আল্লাহ্‌তা'লা প্রতারকের প্রতি এতটা শত্রুতা রাখেন যে, পৃথিবীর কারও প্রতি তিনি এমন শত্রুতা রাখেন না । যারা আমাকে একা পেয়েছে এবং আমাকে সাহায্য করেছে, আমাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত পেয়েছে আর আমার দুঃখ লাঘব করেছে। অপরিচিত হয়েও পরিচিতদের মত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের প্রতি করুনা করুন । তিনি বলেন আমি জানি, নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আমি অনেক কিছু লিখেছি। আপনারা জানেন যে, এ কথা সত্য এবং সঠিক যে এখন পর্যন্ত তিন হাজারের মত বা এরও অধিক বিষয়াদী আল্লাহ্‌ পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে আর ভবিষ্যতে এর দার বন্ধ হয়ে যায় নি, রূদ্ধ হয়ে যায় নি। আল্লাহ্‌ তা'লা পৃথিবীকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন নিদর্শণাবলীকে চিনতে এবং বুঝতে পারে নিছক নিদর্শণের দাবি, নিজের বাসনা এবং কামনার অধীনে যেন করা না হয় বরং যুগের চাহিদা আর যুগের ডাক অনুসারে, যুগের অবস্থা অনুসারে যুগ এক প্রত্যাদিষ্টকে হাতছানি দিয়ে যে ডাকছে সেটি শুনা উচিত এবং এটি গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। খোদার প্রেরিতকে সন্ধান করে মানুষ যেন তাকে গ্রহণ করতে পারে। যাতে এ পৃথিবীতে বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান ঘটে ।

আজ এক ভাইয়ের গায়েবানা জানাযা পড়াবো। মোকাররম গোলাম কাদের সাহেবের। দরবেশ, কাদিয়ান নিবাসী তিনি। যিনি আব্দুল গফ্‌ফার মরহুম সাহেবের পুত্র। ২০১৪ সনের ১২-ই নভেম্বর তিনি ৯০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। তিনি তিনশত তেরজন দরবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে তার নাম হলো, ১৮৯ নং দরবেশ। ১৯২৫ সালের এপ্রিলে তিনি গুজরাতের শাদিওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি সেখানে অর্জন করেন, এরপর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। চাকরির চার বছর অতিবহিত হবার পর হযরত মুসলেহ মাওউদ রা. এর তাহরিকে কেন্দ্রের হেফাজতের জন্য কাদিয়ান চলে আসেন। (যুবকদের জীবন উৎসর্গ করার কথা তিনি বলেছিলেন)। ১৯৪৭ সনে তিনি কাদিয়ান আসেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিলো। বিশেষকরে শিখদেরকে তিনি তবলীগ করতেন। এ ক্ষেত্রে অনেক বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য বই এবং রেফারেন্সেস তিনি একত্রিত করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার বয়স নব্বই এর কাছাকাছি হবে। মরহুম মূসী ছিলেন। অসুস্থতার সত্ত্বেও এবং দুর্বলতার সত্ত্বেও, শেষ নিস্বাস পর্যন্ত দৃষ্টিশক্তিও ছিল না। তিনি মসজিদে মোবারকে গিয়ে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এখানে নামায পড়েই আমি শান্তি পাই। আল্লাহতা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

এছাড়াও আরো দু'জন দরবেশ যারা কয়েক মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়েছিল কিন্তু স্মৃতিচারণ করা হয় নি। তাদের স্মৃতিচারণ করতে চাই। বন্ধুগণ! তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। এ সকল দরবেশরা অনেক মহান ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ কাল দারিদ্রের মাঝে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সামান্য বেতনে কাদিয়ানে জীবন কাটিয়েছেন এবং যে সমস্ত সায়েরুল্লাহ বা ঐশী নিদর্শণাবলী আছে সেগুলো হেফাজত করেছেন। তাদের একজন যিনি মীর্যা আদম বেগ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ২০১৪ সনের ১১ই জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা হযরত মীর্যা রসুল বেগ সাহেব হযরত মসীহে মাওউদ আ.-এর সাহাবী ছিলেন। নানা মীর্যা যিয়াদ বেগ সাহেবও সাহাবী ছিলেন। প্রাথমিক তিন শত তেরজন দরবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এরপর রয়েছেন, চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ সাহেব চীমা, তিনি ২৬ শে জুলাই ২০১৪ চুরানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। তিনি চৌধুরী নূর আহমদ চীমা, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীর জেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন কেন্দ্রের হেফাজতের জন্য বন্ধুদের অনুপ্রাণিত করেন, তিনি যেহেতু বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন তাই নিজের সেবা পেশ করেন এবং দরবেশ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বার্ধক্যের সত্ত্বেও ক্রাচের ওপর ভর করে মসজিদে উপস্থিত হতেন নামাযের জন্য। নিবেদিত প্রান, সুপ্রসন্ন মানষিকতার অধিকারী, স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। তিনি মূসী ছিলেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar,Bangla (21-11-2014)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur, Diamond Harbour,743331,24 parganas(s),W.B